OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 361 - 365
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 361 - 365
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

একুশ শতকের আলোকে তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে যৌনভাবনা

অর্পিতা ব্যানার্জী
গবেষক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বোলপুর
Email ID: arpita.vb2023@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
যৌনতা, সমকাম, ভয়ার, ইলেকট্রা কমপ্লেক্স, ট্যাবু, সেক্স-জেন্ডার।

Abstract

বিশ শতকের তিন বা চারের দশকের থেকে নব্বই এর দশকে যৌন ভাবনার প্রকাশের বদল ঘটেছে। বিশ্বায়নের ফলে নতুন ভাবে সমাজ-সাংস্কৃতি-ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নের একটা প্রচেষ্টা যেমন শুরু হয়েছে অন্যদিকে, যৌনতা ধারণাটি আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অনুষঙ্গ জুড়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভাবনার মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়ে চলেছে। কিন্তু আমরা বলতে পারি, যৌনভাবনার ক্রমবিকাশের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। নয়া অর্থনীতির কালে হঠাৎ আমদানি হওয়া চিন্তা-ভাবনার ফসল নয়। আমরা একুশ শতকে যৌনতার পালাবদলের সূত্রগুলি বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো। আমাদের আলোচনায় যৌনতা শুধু বাসনার উদগীরণ নয় বরং মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিসরে হোক বা 'নারী' এবং 'পুরুষে'র সম্মিলিত আজকের যে বৈশ্বিক পরিসর সেখানে যৌনতার গুরুত্বের দিকটি আলোচিত হবে। বর্তমানে মানুষের পরিচয় নির্মাণও চলছে যৌনতা দিয়ে – স্ট্রেট, ক্যুয়্যার, প্যানসেক্সুয়াল ইত্যাদি। তবে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় যৌনসম্বন্ধ কেমন হবে, সমকাম-বিপরীতকাম - এই সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। আজকাল শোনা যায়, পোশাকে, কথা বলাতে বা চলাফেরায় মেয়েরা এখন অনেক বেশি স্বাধীন। কিন্তু এই বোধও তো তৈরি করা। অনেকক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা যৌনচেতনার নির্মাণ রূপে কাজ করে। যৌনতার বানিজ্যিকরণ ও প্রসারের প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। এইগুলিকে সূত্রবদ্ধ করে তিলোত্তমা মজুমদারের কয়েকটি উপন্যাস বিশ্লেষণ করে একবিংশ শতকের যৌনতার অভিমুখ চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।

Discussion

যৌনতা বিষয়টি শুধুমাত্র নরনারীর কাম-মিলন-শরীরী সংবেদনের কথা বলে না। ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে তার অনেক বড় ভূমিকা আছে। জৈবিক (Biological) এবং সামাজিক (Social) লিঙ্গ সমন্বয়ে যৌনতার ধারণাটি নির্মিত। যৌনতা এখন আর শুধুমাত্র প্রাকৃত বিষয় নয়। সাংস্কৃতিক পরিসরে বা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রভাবনায় যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। প্রাক্

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 361 - 365
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঔপনিবেশিক থেকে ঔপনিবেশিক কাল পর্বে যৌন চেতনার পালাবদলের চিহ্ন পাওয়া যায় উনিশ শতকের সাহিত্যে সংস্কৃতিতে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের বিভিন্ন গ্রন্থ অধিক মাত্রায় অনুবাদ হতে থাকে এবং তার প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের লেখায় যৌন প্রসঙ্গ সরাসরি আসতে থাকে। বিশ শতকের তিনের দশক বা চারের দশক বা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যৌনতা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার বদল ঘটে বিশ্বায়ন কালে। নারীদের লেখালেখির মধ্যেও যৌনতার মত সংবেদনশীল বিষয় নির্মিত হয়েছে। এই তালিকায় কবিতা সিংহ, তসলিমা নাসরিন, তিলোত্তমা মজুমদার, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লিকা সেনগুপ্ত-সহ একাধিক লেখিকা আছেন। ২১ শতকীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যৌন ভাবনা কিভাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে আমরা তিলোত্তমা মজুমদারের তিনটি উপন্যাসের মধ্যে দেখার চেষ্টা করব। যৌনতার আলোচনায় নৈতিকতা মূল্যবোধের প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গই হোক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে যৌনতার নির্ণায়কগুলি আলোচনায় আনার চেষ্টা নিরন্তর চলবে।

সত্তর বা আশির দশকে গ্রাম বাংলার যে সংস্কৃতি ছিল নব্বই-এর দশকের শেষদিকে তার বদল ঘটতে থাকে। বিশ্বায়নের ফলে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, গণমাধ্যমের প্রয়োগ, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ মানুষের উপার্জন পদ্ধতির বদল - সবমিলিয়ে শহরের পাশাপাশি গ্রামগুলির চরিত্রও বদলাচ্ছিল। এরই মধ্যে সেক্স এন্টারটেইনমেন্টের বিষয়গুলিও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছিলো। এমন নয় যে এর আগে এগুলি ছিল না, কিন্তু ধরণগুলির বদল চোখে পরার মতো। বার, ক্লাব পার্লার, গার্লস সেক্স ট্যুরিজম, চাইল্ড সেক্স টুরিজম, মেল প্রস্টিটিউশন ইত্যাদি নামের অজস্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আসলে মুক্ত বাজার নীতির ফলে অর্থের বিনিময়ে ধর্ষণ, অপহরণ, পাচার, খুন, মাদক পাচার, যৌন ব্যবসা, যৌনতা বিষয়ক সিনেমা, ম্যাগাজিন খুব সাধারণ বিষয়ে পরিনত হয়। প্রাবন্ধিক শুভাশীষ গুপ্ত বলেছেন -

> "শিল্প ও কৃষি ও পরিষেবা ক্ষেত্রে চাইতে বর্তমানে 'আন-অরগানাইজড সেক্টর' বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের দারুন দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। বেশ্যা-বৃত্তি প্রসারিত হওয়ার অন্যতম কারণও এটি। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্যতম অংশ হয়ে উঠেছে যৌন-ব্যবসায় স্ব-নিযুক্তি; ...তাছাড়া বাণিজ্যিক যৌন-ক্ষেত্রের বাজারকে সর্বময় করার জন্য এটির আঙ্গিককেও পরিবর্তন করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে।"[১]

যৌন বাজারে যৌন কর্মীর চাহিদা নিয়মিত বাড়ছে। যৌনকর্মী সংগ্রহের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি সামাজিক মানসিক জায়গাগুলিও বড় ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় পরিবার থেকে বহিস্কার কাজের জায়গাতে যৌন হেনস্থা, পরিবারের সদস্যের দ্বারা উতপীরন অনেককে এই পেশার সঙ্গে জড়িয়ে দেয়। উপন্যাসিক তিলোত্তমা মজুমদারের 'শামুকখোল' উপন্যাসে দেখি একটি মেয়ে তার ও দাদার রেডিও ভেঙে ফেলায় দাদার মারের ভয়ে পৌঁছে যায় হাওড়া শহরে। এখানে ওখানে ইতস্তত ঘুরতে দেখে এক ব্যক্তি তাকে নিয়ে যায় মামির বাড়ি। সেই তার প্রথম প্রবেশ যৌন পল্লীতে। তেরো বছরের মেয়েটির মানসিক অবস্থা গুরুত্ব পায়নি সেদিন গুরুত্ব পেয়েছিল শরীর। ভবিষ্যতে ভালো 'মাল' হয়ে উঠবে খদ্দেরদের কাছে। তাই তাকে তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় -

> "তেরো বছর বয়সে তার দেহ সম্পূর্ণ মুকুলিত হয়নি। স্তন ছিল অপরিপূর্ণ, যোনিমুখ শক্ত ও ক্ষুদ্র সেহেতু তাকে নগ্ন শুইয়ে দেওয়া হয় বিছানায়। হাত-পা বেঁধে ফেলা হয় শক্ত করে। মুখে গুঁজে দেওয়া হয় কাপড়। নড়তে পারেনি সে, চিৎকার করে যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারেনি যখন টানা পাচঁ-ছ' ঘন্টা তাকে এভাবে শুয়ে রাখা হয়েছিল এবং ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল লম্বা মোমবাতি।"[২]

এই অসহনীয় অত্যাচার থেকে বাঁচতে সে পালিয়ে যায়। রাস্তায় ঘুরতে দেখেএক আরক্ষকর্মী থানায় নিয়ে যায় তাকে। সেখান থেকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে। কেন্দ্রের সমস্ত পুরুষ কর্মী তাকে ধর্ষণ করে। আবারো পালিয়ে যাওয়ার গল্প। ঘটনাচক্রে মামির বাড়ি আরো একবার। তারপর আর কখনো সে যৌনপল্লি ছেড়ে বেরতে পারেনি। পরিবারের সদস্যের ভয়ে বাড়ি ছাড়া এও যেন পরিচিত একটা কাহিনী। এই দালাল চক্র বা যৌনপল্লির মালিকরা সবসময় সজাগ। যৌনবাজারে শিশুদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 361 - 365
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চাহিদা অনেক বেশি। কেননা প্রযুক্তি বা সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যপক ব্যবহারের ফলে মানুষের মধ্যে যৌনতা নিয়ে ফ্যান্টাসি দিন দিন বাড়ছে। শরীরী মিলনের জন্য আদর্শ শরীরের চাহিদা বেড়েই চলেছে। তাদের রুচি, সংস্কারের বদল ঘটছে। যৌন পরিষেবায় সাধারণত বয়স, শারীরিক গঠন, কুমারীত্ব এগুলি অর্থের আদান প্রদানে রকমফের ঘটাতে পারে। তাই শিশুদের টার্গেট বেশি করা হয়। যৌন শ্রমিকরা বিভিন্ন কারণে বা স্বইচ্ছায় যৌন পরিষেবাতে নিযুক্ত হচ্ছে। প্রচুর অর্থ উপার্জনের আশায় যৌন পরিষেবায় যুক্ত হয়ে এই অবস্থাকে সচল রেখে মুক্ত বাজারনীতির কালে আসলে অর্থনীতির প্রসার ঘটছে বৈশিক ভাবে। যৌন পরিষেবাকে এখন জীবিকা হিসাবেই দেখা হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই অর্থের বিনিময়ে যৌনপরিষেবার কথা পাওয়া যায়। পতিতা, বারাঙ্গনা, দেহপসারিণী, রক্ষিতা, বারবনিতা, উপপত্নী, জারিণী, মহানগ্নী, পুংশ্চলী, অতীত্বরী, বিজর্জরা, গণিকা বহু নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাজ অনুযায়ী এই নামকরণ। প্রাচীন ভারতবর্ষে শুধু নয়, বরং ঔপনিবেশিক পর্বে বাবুদের বেশ্যালয় গমনের ইতিহাসও অজানা নয়। ইংরেজ সৈন্যরাও বেশ্যাতে আসক্ত হয়ে পরে। সেনাদের রোগমুক্ত রাখতে ইংরেজ সরকার ১৮৬৪ সালে পাশ করিয়েছিলেন 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট'। সেনাছাউনিগুলোতে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য তৈরি হয়েছিল আলাদা বেশ্যালয়, সেখানে যেসব বেশ্যারা আসতেন তাঁদের রেজিস্ট্রেশন করে পরিচয়পত্র স্বরূপর কার্ড দেওয়া হত। যৌনরোগ থেকে তাঁদের মুক্ত রাখার জন্য 'লক হসপিটাল' নামে বিশেষ হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। এখনো বৈধ বেশ্যালয়গুলিতে সরকারি ভাবে দাবি করা হয় স্বাস্থ্য-শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। NGO-গুলিও সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। যৌনরোগ থেকে মুক্তির জন্য অনেক ক্ষেত্রে মেডিক্যাল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসে সেই ছোট ছোট বিষয়গুলি উঠে এসেছে। নিরোধের ব্যবহার, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পতিতালয়ের শিশুদের শিক্ষা ইত্যাদি।

শামুকখোল-এ আরো একটি চরিত্রের যৌনপল্লীতে আসার কাহিনী উঠে আসে। ছিপছিপে, ফর্সা, টানা টানা নাক চোখ তার। শরীরে পুরুষ হলেও তার আচরণ মেয়েদের মত। স্কুলের বাথরুমে গেলে স্কুলের অন্য ছেলেরা তাকে উঁকি মেরে দেখতে থাকে। একাদশ শ্রেণির দেবকান্তিদা তাকে জোর করে ধর্ষণ করে।

> "অসম্ভব যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল সে। যেন ছুরিকা দিয়ে মাংসগুলি খণ্ড খণ্ড করা হচ্ছে তার। হাড়গুলি মুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।দেবকান্তিদা হঠাৎ হয়ে উঠেছে অসীম বলবান। আর দেবকান্তিদার শিশ্ন যেন ধাতব দণ্ড, যেন ইস্পাতের ফলা।"[৩]

তার মনে হয় দেবকান্তিদাই তার সতীচ্ছদ টুটিয়ে পরিপূর্ণ নারী করে তুলেছিল। পরে সে যৌন পরিষেবাকে পেশা করে তোলে। মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করে কিন্তু যৌন আকর্ষণ বোধ করে পুরুষের প্রতি। সে হিজরে নয় কিন্তু সমকামী। তিলোত্তমা মজুমদার খুব সূক্ষ্ম ভাবে হিজরে এবং সমকামীর পার্থক্যগুলো দেখিয়েছেন উপন্যাসে। আরো একটি উপন্যাসে তিলোত্তমা মজুমদার সমকামীতার কথা বলেছেন 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে সমকামের শ্রেণীগত জায়গাটি দেখিয়েছেন। বর্তমান সময়ে LGBTQ এই বিষয়টি জৈবিক সামাজিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই বরং এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অংশ হয়ে উঠেছে। ভারতে ২০২৩ অক্টোবরে সমকামী বিয়ের আইনি স্বীকৃতির আবেদন খারিজ হবার পর বহু সমকামী যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এর মানবাধিকারের দাবীকে গুরুত্ব দেওয়া হোক বা বিভিন্ন সংস্থা থেকে ফান্ড তৈরি বা আশ্রয় দান প্রভৃতির জন্য বহু শরনার্থী সেখানে আছে। যা পরবর্তী সময়ে ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

'চাঁদের গায়ে চাঁদ' আসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ অবশ্য ততখানি প্রকাশ্য নয় বরং সমকামীদের যৌন জীবনের বর্ণনা এখানে অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসের পটভূমি কলকাতার একটি ছাত্রী নিবাস। দেবরুপা-শ্রেয়সী-শ্রুতি এদের যৌন চাহিদার বিভিন্ন স্তর উপন্যাসের কাহিনীর বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে। দেবরূপা নামের মেয়েটির শরীরের (জৈবিক) গঠন নারীর। নারীর প্রতি ভোগ আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল। শ্রেয়শীর প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে। দেবরূপা অনায়াসে বলতে পারে -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 361 - 365
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "অসাধারণ তোর বুক দুটো। তুই কি জানিস? একদিন 'মাধুকরী' পড়তে পড়তে তুই বলেছিলিস তোর রুষা হতে ইচ্ছা করে। তুই জানিস না, তুই কিছু জানিস না। তুই রুষার চেয়ে সুন্দর। ...আমি তোর সারা শরীর কামড়ে দেব।"[৪]

অন্যদিকে শ্রেয়সির পুরুষ প্রেমিক থাকলেও দেবরুপার সঙ্গে সে মিলিত হতে পারে। দেবরুপার কাছে তার প্রকাশ প্রেমিকা হিসাবে। আর তার কাছে দেবরূপা শরীরী মিলনের সময় ধরা দেয় dominative বৈশিষ্ট্যে। তিলোত্তমা মজুমদার শ্রুতি বসু নামক চরিত্রটির 'আত্মনির্মাণ' ঘটিয়েছেন উপন্যাসের শেষে। দেবরুপা ও ললিতার সঙ্গম দেখে সে নিজের যৌন অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট হয়, - 'তার শরীর জুড়ে এক আশ্চর্য অনুভূতি। ওই রকম দেবরুপার মত কাঁচুলি ভেদ করতে ইচ্ছা করে। তার শ্রেয়সীকে মনে পড়ে। এর নাম যৌন অনুভূতি।নিজেকে তার ভয়ার বলে মনে হতে থাকে। যে প্রত্যক্ষ ভাবে যৌনসুখ গ্রহণে অপারগ কিন্তু অন্যের যৌনমিলন দেখে উপভোগ করে। যৌনতার এই বৈচিত্র ঔপন্যাসিক যথাযথ দেখিয়েছেন। ভিক্টোরিয়ান রুচিশীলতার জন্য একটা সময় যৌনতা শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের একটা পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল। বাৎসায়নের কামসূত্র, কোক্কোরের রতিরহস্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে যৌনতার নান্দনিকতা চিত্রিত। কিন্তু –

> "উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাঙালি সুশীল সমাজ কিছুটা ভিক্টোরীয় নীতিবাগিশতার প্রভাবেই যৌনতাকে প্রায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। যেন এ বিষয়ের কোন অস্তিত্বও নেই, এই বিষয় নিয়ে কিছু বলারও নেই, দেখারও নেই।"[৫]

যৌনতার অবদমনের প্রভাব আইনি পদ্ধতির থেকেও সামাজিক বা মানসিক দিক থেকে বেশি প্রভাবশালী। সামাজিক অবস্থান থেকে দেখি সমকামীরা এখনো পরিচয়হীনতায় জর্জরিত হতে থাকে। তবে ভারতে সমকামিতা ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে আইনত স্বীকৃতি পায়।

সমকামী সম্পর্কগুলি বিষমকামী সম্পর্কের থেকে আলাদা নয়। সেক্স এর ধারণা বায়োলজিক্যাল কিন্তু জেন্ডার এর ধারণা সমাজ নির্মিত। সমাজ ঠিক করে দেয় নারী পুরুষের ভূমিকা এই ছকের বাইরে যা কিছু তাই তখন বিকৃত। একুশ শতকের সামাজিক ধারণার বদল ঘটেছে কিনা বা ঘটলেও কতখানি তা আলোচনা দাবি রাখে। ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতিতে যৌনতা নিয়ে কোনদিনই সেই ট্যাবু ছিল না তা খাজুরাহো বা কোনারকের মন্দিরে দেওয়ালে দেখা যায় - পুরুষ পুরুষ ঘনিষ্ঠতা বা দুই নারীর চুম্বন আলিঙ্গন সমকামিতার অস্তিত্বকে স্বীকার করে। বাৎসায়নের কামসুত্রের নবম অধ্যায়ে তৃতীয় লিঙ্গের যৌন আচরণ সম্পর্কে আলোচনা আছে বা ভগীরথের জন্ম কথায় ভগে (যোনি) ভগে ঘর্ষণে জন্ম বলে এই নাম এরকম বিষয়ের উল্লেখ পেয়েছি। আদি-মধ্য বাংলা সাহিত্যে যৌনতা ছুত্ মার্গের বিষয় ছিল না। সেই দিক থেকে তিলোত্তমার বক্তব্য নতুন নয়। কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গি অনেক বেশি তীব্র। যা হয়তো এই সময়ের বৈশিষ্ট্য।

বিবর্তনের পথ ধরে যৌনতার বিষয়টি এখন অনেক বেশি শিল্পে সাহিত্যে তীব্রভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন স্তর উন্মোচিত হচ্ছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক স্তরে যৌনচর্চার বাইরেও মনস্তাত্ত্বিক জায়গা থেকে যৌনতাকে দেখা হচ্ছে। এর সূচনা বিশ শতকের গোড়াতেই শুরু হয়েছিল। ফ্রয়েডের The Interpretation Of Dreams, The Psychology Of Everyday life, One dreams এই গ্রন্থগুলির অনুবাদ কলকাতায় আসার পর থেকে এদেশীয় বুদ্ধিজীবীরা ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণে প্রভাবিত হয়েছিল। ফ্রয়েড মানব মনের অবচেতন সত্তার বিভিন্ন স্তরের বিভাজন করে দেখিয়েছেন। এই অবচেতন সত্তার মূল উৎস হল যৌন অনুভূতি বা সেক্স। হ্যাভলক এলিসের Studies In The Psychology Of Sex চিন্তাজগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের নিরন্তর চিন্তা প্রক্রিয়ায় যৌনতা শুধু শরীরী সংবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তিলোত্তমা মজুমদারের 'প্রহাণ' উপন্যাসে যৌন চেতনার বিচরণ আমাদের ভাবিয়ে তোলে। সুজয় রাগিনী আর শ্রী এক অদ্ভুত সম্পর্কের বেড়াজালে বন্দী। রাগিনী সুজয়ের স্ত্রী। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক নেই। রাগিনী অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে কোন দ্বিধা ছাড়াই শরীরী মিলনে আবদ্ধ হতে পারে। রাগিণী সম্পর্কে সুজয়ের অবস্থান ভীষণভাবে নিউট্রাল। রাগিণীর বহুগমন তার ভালো লাগে না আবার সে জানে রাগিনী তার খারাপ লাগাকেও মূল্য দেবে না। তাদের মেয়ে শ্রীর চরিত্রে ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্সের আভাস পাওয়া যায়। যৌনতা সম্পর্কিত কোন সংস্কার তার নেই। যেকোনো পুরুষের সঙ্গে সে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 47
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 361 - 365
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবাধ মিলনে যেতে পারে কিন্তু সবশেষে সে তার বাবার প্রতি তীব্র যৌন আকর্ষন বোধ করে। ঔপন্যাসিক এখানে পাঠকের মানসিক প্রস্তুতির জন্যই হোক বা কাহিনীর প্রয়োজনে ঋকবেদের দশম মন্ডলের সূক্তে যম যমীর কথোপকথন তুলে ধরেন শ্রীর মুখে। যমী তার ভাই যমকে তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্ররোচিত করে। যদিও যম ছিল সংযমী। ভাই বোনের অযৌন সম্পর্কের সংস্কারে ধাক্কা দেয় এই প্রসঙ্গ। ভারতীয় পুরাণ শুধু নয় অজাচারের প্রসঙ্গ গ্রীক, রোমক পুরানেও আছে। রাজা ইডিপাস, গ্রিক পুরাণের দেবতা জিউস এর ব্যতিক্রম নয়। অনেক সময় এরকম অজাচার পাঠকের সংস্কারে ধাক্কা দেয়। সুজয় ও সেই বোধে ভাবিত হয়ে বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই বোনের যৌন সম্পর্ককে পাপ বলে। যমও যমীকে বুঝিয়েছিল -

> "তোমার শরীরের সাথে আমার শরীর মিলাতে ইচ্ছা নেই। ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয় তাকে পাপী বলে।"[৬]

সুজয় যখন কোনভাবেই তার সংস্কার নিজের মেয়ের মধ্যে প্রবাহিত করতে পারেনি তখন নিজের আত্মজাকে সে হত্যা করে। অথচ শ্রীর আচরণে সে স্পষ্ট ছিল নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের চাহিদা নিয়ে। সেখানে কোন সম্পর্কের মূল্যবোধ, নৈতিকতা কাজ করেনি। সে নারী অন্যদিকে সুজয় পুরুষ। এর মাঝে আর কোন সত্যি প্রকৃতি জানে না। নারী পুরুষ হিসেবে তারা শরীরী মিলনে সক্ষম। সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা বাবা ও মেয়ে হলেও জৈবিক চাহিদা অনুযায়ী তারা মিলিত হতে পারে। তিলোত্তমা সচেতন ভাবে অযৌন সম্পর্কের যৌনমিলন সম্পর্কিত দুই ধারনাকে দুটি পৃথক মেরুতে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত সামাজিক বোধকে তিনি অস্বীকার করেননি। যমযমীর কথোপকথনের সূত্রে এটাও পৌঁছে দিয়েছে পাঠকের কাছে যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির যৌনতার বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন বৈচিত্র। যৌন মনস্তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড ইয়ুং বা এলিসের কথা চলে আসে। উপন্যাসের শুরুতেও লিবিডো তত্ত্ব বা অদম-অহং শব্দগুলির উচ্চারণ করেছেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির যৌন অনুষঙ্গ এসেছে উপন্যাসটির চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

সমগ্র প্রবন্ধ জুড়ে খোঁজই ছিল একুশ শতকীয় চিন্তাভাবনায় যৌন চেতনা কিভাবে নির্মিত হচ্ছে সেটা দেখা। সেক্ষেত্রে আমরা তিলোত্তমা মজুমদারের তিনটি উপন্যাসকে পৃথক পৃথক প্রসঙ্গে উপস্থাপন করেছি। সমকামের দিকটি বা শুভদীপ (শামুকখোল) সুজয় (প্রহাণ) - এদের জটিল যৌনভাবনার প্রসঙ্গ বা বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চাহিদা অনুযায়ী যৌনতাকে গ্রহণ করবার প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করেছি।

Reference:

১. গুপ্ত, শুভাশীষ, দেহোপজীবিনী ও দেহ বিপণনের বিশ্বায়ন, বিশ্বায়ন ভাবনা - দুর্ভাবনা, দ্বিতীয় খন্ড, সম্পঃ, অমিয়কুমার বাগচী, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৫৩
২. মজুমদার, তিলোত্তমা, শামুকখোল, ebook4bengali.blogspot.com (digitally signed by Ramkrishna Chatterjee Di) পৃ. ১৫০
৩. তদেব, পৃ. ৯৩
৪. মজুমদার তিলোত্তমা, চাঁদের গায়ে চাঁদ, শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৪০৯, পৃ. ১৯৮
৫. বসু, প্রদীপ, যৌনতা ও সংস্কৃতি, সম্পঃ- সুধীর চক্রবর্তী, মার্চ ২০১২, পৃ. ২৪
৬. দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনুবাদ), ঋগ্বেদ সংহিতা, ২৭ হরফ প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ৪৪৯